সমকাল

তারিখ ১৭/৪/১৪
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে পোকা আতঙ্ক

■ সমকাল প্রতিবেদক/বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

রাজধানীর আজিমপুরে সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ক্যাম্পাসে এক জাতীয় আফ্রিকান পোকা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। 'অ্যারাকনিড' জাতীয় এ পোকার জীবাণুতে শারীরিকভাবে কলেজের ছাত্রীসহ কলেজ ক্যাম্পাসের বাসিন্দাদের কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার পোকাটির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের শরণাপন্ন হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক নিশাত পারভীন সমকালকে বলেন, গত মাস থেকে হঠাৎ করে কলেজে এ পোকার সংক্রমণ দেখা দেয়। কলেজ ক্যাম্পাসের মাঝে অবস্থিত পুরনো ও বড় রেইনট্রি গাছে প্রথমে এ পোকা বাসা বাঁধতে থাকে। আস্তে-ধীরে তা অন্যান্য গাছেও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ সিটি করপোরেশনকে জানালে মশকনিধন কর্মীরা এসে একবার স্প্রে করে দিয়ে যান। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হলে পোকার উৎপাত কিছুটা কমলেও আবার তা ছড়িয়ে পড়েছে। অধ্যাপক নিশাত পারভীন বলেন, ছাত্রীরা প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়ে প্রচুর পোকা একসঙ্গে করে আগুনে পুড়িয়ে মারছেন। তবে কিছুতেই বংশবিস্তার কমছে না। উপাধ্যক্ষ বলেন, আমরা বিপদে আছি। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কলেজ এখন বন্ধ। ১৯ এপ্রিল থেকে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে। সবার মনে আতঙ্ক।

গতকাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ইফফাত আরা নার্গিসসহ শিক্ষকরা পোকাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বাশারের কাছে নিয়ে যান। বিকেলে তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

অধ্যাপক আবুল বাশার রাতে সমকালকে জানান, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অ্যারাকনিড জাতীয় পোকা ধ্বংসের পদক্ষেপ না নিলে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কীটনাশক ব্যবহার করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এর বংশবিস্তার অব্যাহত থাকবে। এ কারণে প্রচুর পরিমাণে পানি ছিটিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে পোকাগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

তিনি জানান, অ্যারাকনিড জাতীয় এ পোকার আবাসস্থল আফ্রিকার দেশগুলোতে, যেখানকার আবহাওয়া গরম। বিশেষ করে কঙ্গোতে এ পোকার সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে এটি বাংলাদেশে এসেছে। এই পোকার আকৃতি অনেকটা তেলাপোকার বাচ্চার মতো। গায়ের রঙ মেটে। দেখতে বিদঘুটে। যে চারটি স্তর (ডিম, লারভা, পিউপা ও অ্যাডাল্ট) অতিক্রম করে বিভিন্ন পোকার বংশবিস্তার হয়, অ্যারাকনিড সেটা অতিক্রম করে না। এ কারণে ডিম থেকে ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ডিম দেওয়া শুরু করে।

অ্যাকারে প্রজাতির সব পোকাই জীবাণু বহন করে জানিয়ে প্রাণিবিজ্ঞান গবেষক ড. আবুল বাশার আরও বলেন, এটা দেশীয় পোকা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত এ নিয়ে দেশে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। তিনি বলেন, এর পেটে এক ধরনের সাদা তরল পদার্থ থাকে, যা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাটি শুনেছেন। স্বস্তির কথা যে, এখন পর্যন্ত ছাত্রীরা তেমনভাবে আক্রান্ত হয়নি। তবে এই পোকার বংশবিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।